বাজেট

অর্থ বছর ২০১৮-২০১৯

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	
মাননীয় প্যানেল মেয়রের বাজেট বক্তৃতা	১-৬
দ্বিতীয় অধ্যায়	
এক নজরে বাজেট	০৭
বাজেটের রাজস্ব আয়সহ অন্যান্য আয়ের বিবরণ	০৮
বাজেটের রাজস্ব ব্যয়সহ অন্যান্য ও উন্নয়ন ব্যয়ের সারাংশ	০৯
বাজেটের রাজস্ব ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ	১০-১২
বাজেটের উন্নয়ন ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ	১৩-১৪
উন্নয়ন বাজেটের ১০ নম্বর ক্রমিকের সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ও সম্পদ ক্রয়ের বিস্তারিত বিবরণ (পরিশিষ্ট "ক")	১৫
সরকারি/বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের বিবরণ (পরিশিষ্ট "খ")	১৬

বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম

ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সম্মানিত প্রতিনিধিবৃন্দ, সম্মানিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরবৃন্দ, ডিএনসিসির সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এবং উপস্থিত সুধীমন্ডলী

আসসালামু আলাইকুম

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বাজেট ঘোষণা উপলক্ষে আয়োজিত আজকের এ সংবাদ সম্মেলনে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি ডিএনসিসির প্রয়াত মেয়র মরহুম আনিসুল হককে। যার নেতৃত্বে একটি পরিচ্ছন্ন, সবুজ, নিরাপদ, স্মার্ট, আলোকিত ও মানবিক ঢাকা গড়ে তোলার অভিযাত্রা শুরু করেছিলাম। তার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার লক্ষে আমাদের সকল সম্মানিত কাউন্সিলর ও ডিএনসিসির সকল কর্মকর্তা, কর্মচারীগণ নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ এবং ডিএনসিসির সর্বস্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দকে। ডিএনসিসিকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের জন্য স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি আমি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ।

সুধিমন্ডলী

আপনারা জানেন যে, ডিএনসিসির উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত হরিরামপুর ইউনিয়ন এবং পূর্বাঞ্চলের উত্তরখান, দক্ষিনখান, বাড্ডা, বেরাইদ, ডুমনি, সাতারকুল ও ভাটারা ইউনিয়ন সমুহ ১৮ টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করে ডিএনসিসির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলশ্রুতিতে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আয়তন ৮২.৬২ বর্গ কি.মি. হতে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৬.২২৮ বর্গ কিলোমিটার হয়েছে। এ বিশাল এলাকার অবকাঠামো উন্নয়ন, মার্কেট নির্মাণ, কবরস্থান উন্নয়ন, মশক নিধন ও বর্জ্যকে সংগ্রহ করে পরিবেশ সম্মতভাবে ব্যবস্থিত করা সত্যিই অত্যন্ত দূরহ কাজ।

সম্মানিত উপস্থিতি

পরিচ্ছন্ন নগর গড়তে জনগণের অংশ গ্রহন প্রয়োজন। এ জন্য ডিএনসিসি তার কর্মকান্ড বিভিন্ন কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করার পরিকল্পনা নিয়েছে। ইতোমধ্যে বারিধারা, নিকেতন ও গুলশান সোসাইটি ডিএনসিসির সহযোগিতায় তাদের নিজ নিজ এলাকার পরিচ্ছন্নতার দায়িত্ব নিয়েছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের লক্ষ্যে ডিএনসিসির ৮টি ওয়ার্ডে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এ ৮টি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান প্রায় ৩৫%-৪০% বর্জ্য পরিবহনে অবদান রাখছে। এছাড়া ডিএনসিসিতে নতুন সংযোজিত ১৮টি ওয়ার্ডের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম বেসরকারীভাবে পরিচলনার জন্য প্রক্রিয়াধীন। পূর্বে ডিএনসিসির প্রতিটি সড়কের উপর কন্টেইনার রেখে বর্জ্য সংগ্রহ করা হতো। এ ব্যবস্থা নগরবাসীর জন্য চরম ভোগান্তি ও বিরক্তিকর ছিল। নগরবাসীর নির্বিগ্ন চলাচল নিশ্চিতকরণ ও নির্দিষ্ট স্থানে বর্জ্য সংগ্রহ করার নিমিত্ত ইতোমধ্যে ৫২টি সেকেন্ডারী ট্রান্সফার ষ্টেশন নির্মাণ করা হয়েছে। জায়গা প্রাপ্তি সাপেক্ষে ডিএনসিসির প্রতিটি ওয়ার্ডে ২টি করে সর্বমোট ৭২টি সেকেন্ডারী ট্রান্সফার ষ্টেশন নির্মাণ করার পরিকল্পনা রয়েছে।

সুধীমন্ডলী

জাপান সরকারের সহায়তায় জাইকার আর্থিক অনুদানে বিভিন্ন ধরনের ৫৬টি বর্জ্যবাহী ট্রাক ডিএনসিসি'র বহরে সংযুক্ত হয়েছে। উক্ত ট্রাক ব্যবহার করা হলে ডিএনসিসি'র বর্জ্য পরিবহন ক্ষমতা দৈনিক ১০০০ টন বৃদ্ধি পাবে। ল্যান্ডফিলে সুষ্ঠুভাবে বর্জ্য ড্রেসিং কাজের স্বার্থে ৪টি এক্সেভেটর (লং আর্ম সহ), ৩টি চেইন ডোজার এবং ২টি হুইল ডোজার চলতি অর্থ বছরে ক্রয় করা হয়েছে, যা বর্তমানে আমিন বাজার ল্যান্ডফিলে ব্যবহার করা হচ্ছে। নগরীর নর্দমা দ্রুত ও কার্যকরভাবে পরিস্কার কাজে নিয়োজিত অত্যাধুনিক জেট এন্ড সাকার মেশিনের সাথে আরো একটি জেট এন্ড সাকার মেশিন ইতিমধ্যে সংগৃহীত হয়েছে। যার ফলে বেশী সংখ্যক নর্দমার পরিস্কার কাজ অল্প সময়ে সহজে করা সম্ভব হবে। ধুলাবালি মুক্ত ও পরিস্কার রাখার জন্য ১টি আধুনিক রোড সুইপার ক্রয় করা হয়েছে যা বর্তমানে প্রধান প্রধান সড়কের পরিস্কার কাজে সফলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।